দানিয়েলের বই - নম্বর একশ নিরানব্বই

রাজনৈতিক পতন ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিয়তি: বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান পার্টিগুলোর সমাপ্তি

Jeff Pippenger

2024-05-03

আমরা পৃথিবী থেকে ওঠা পশুর ইতিহাসে ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান দলগুলোর পরিসমাপ্তি চিহ্নিত করছি। প্রকাশিত বাক্য ১৩-এ উল্লেখিত সেই পৃথিবী থেকে ওঠা পশু রিপাবলিকান শিংয়ের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের ভেতরে পরস্পর সংগ্রামরত রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট—এই দুই দলে বিভক্ত। শিং শক্তির প্রতীক, এবং উভয় শিংয়ের নিজ নিজ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি ক্ষুদ্র প্রতিরূপ নিহিত আছে। রিপাবলিকান শিংয়ের ক্ষেত্রে সেই ক্ষুদ্র প্রতিরূপটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসজুড়ে বিদ্যমান দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসে দুটি শক্তি নিয়ে গঠিত বলে সনাক্ত করা অল্প কয়েকটি রাজ্যের একটি হলো যুক্তরাষ্ট্র। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে পূর্বে যে যে জাতি দুটি শক্তির মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে, তারা সকলেই যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিরূপায়িত করে। মিদি-পারস্য সাম্রাজ্য, ফ্রান্স (সদোম ও মিশর), এবং উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যসহ ইস্রায়েল—সবই যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য গঠনে অবদান রাখে।

দানিয়েল পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে মেদীয়-পারসীয় সাম্রাজ্যের দুটি শিং ছিল, এবং শেষ শিংটি (পারস্য) আরও উঁচু হয়ে উঠেছিল। আমরা এই উপাদানটিকে শনাক্ত করেছি এই বলে যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি রিপাবলিকান পার্টির আগে ইতিহাসে এসেছে; সুতরাং পরিণামে দুইটির মধ্যে শেষ দল হিসেবে রিপাবলিকান পার্টিই থাকবে। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দাসপ্রথা-সমর্থক অবস্থানের প্রতিক্রিয়ায় প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ইতিহাসে আবির্ভূত হন, এবং তিনিই ১৮৬৩ সালে দাসমুক্তি ঘোষণা জারি করেন, যা ছিল মার্কিন গৃহযুদ্ধের মধ্যভাগ, এবং লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চের জন্য বিদ্রোহের বছর।

শেষ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টকে প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের ধাঁচে চিহ্নিত করা যায়; ফলে ডেমোক্র্যাটিক দাসপ্রথা-পন্থী দল ও তার রিপাবলিকান দাসপ্রথা-বিরোধী দলের মধ্যকার গৃহযুদ্ধের মাঝেই শেষ প্রেসিডেন্ট ইতিহাসে আবির্ভূত হবেন। শেষ দিনগুলোর ডেমোক্র্যাটিক দল যে দাসত্বকে প্রচার করছে, তা হলো বৈশ্বিক দাসত্ব। প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের মতোই, শেষ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টকে দাসপ্রথা-পন্থী দল হত্যা করবে, যেমন ২০২০ সালের চুরি হওয়া নির্বাচনে ট্রাম্প রাজনৈতিকভাবে হত্যা হয়েছিলেন। ১৯৮৯ সালের শেষ সময় থেকে ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হিসেবে, ট্রাম্প হবেন সবচেয়ে ধনী প্রেসিডেন্ট এবং তিনি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নয়, সমগ্র বিশ্বের গ্লোবালিস্টদেরও উসকে দেবেন। সুতরাং, ২০১৫ সালে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেওয়ার মধ্য দিয়েই দাসপ্রথা-পন্থী গ্লোবালিস্টদের ডেমোক্র্যাটিক দল ও দাসপ্রথা-বিরোধী রিপাবলিকান দলের মধ্যে রাজনৈতিক গৃহযুদ্ধের সূচনা ঘটে।

প্রকাশিত বাক্যের এগারো অধ্যায়ের পরিপূর্তিতে, চুরি হয়ে যাওয়া ২০২০ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প রাজনৈতিক হত্যার শিকার হন, এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টি রাস্তায় আনন্দ উদ্‌যাপন

শুরু করে, যতক্ষণ না ২০২২ সালে ট্রাম্প আবার রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে যাচ্ছেন—এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর প্রকাশিত বাক্যের এগারো অধ্যায়ের পরিপূর্তিতে গ্লোবালিস্টদের উপর মহাভয় নেমে আসে এবং তাদের যুদ্ধ আরও তীব্র হয়। মেদীয়-ফারসি শিংগুলোর সাক্ষ্য ইঙ্গিত করে যে সর্বশেষ যে শিংটি উঠবে (রিপাবলিকান পার্টি), সেটি সর্বশেষে উঠবে এবং আরও উঁচু হবে। শেষে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডেমোক্র্যাটিক পার্টির উপর জয়লাভ করবেন।

২০২৪ সালের নির্বাচন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমাপ্তি নির্দেশ করে, কারণ রবিবারের আইন পৃথিবীর জন্তুর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটানোর আগে তাদের আর কখনো প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী মনোনয়ন করার সুযোগ হবে না। রবিবারের আইনে রিপাবলিকান পার্টিও সমাপ্ত হয়। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমাপ্তি ২০২৪ সালের নির্বাচনে, আর রিপাবলিকান পার্টির সমাপ্তি রবিবারের আইনে। বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের শেষে হওয়ায় রবিবারের আইনটি ১৭৯৮ সালে পৃথিবীর জন্তুর সূচনার দ্বারা চিত্রিত হয়েছিল। পৃথিবীর জন্তুর প্রধান ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য হলো তার 'বলা'। ১৭৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিদেশি ও রাষ্ট্রদ্রোহ আইনসমূহ প্রণয়ন করেছিল; ফলে সেগুলো রবিবারের আইনের প্রতিরূপ, যখন যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগনের মতো কথা বলবে।

১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত, যুক্তরাষ্ট্র, যদিও তখনও বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য নয়, যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলার তিনটি মাইলফলককে উপস্থাপন করে। ঐ সময়কালটি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর পশুর শাসনের সূচনার দিকে নিয়ে গিয়েছিল, এবং অতএব এটি এমন এক সময়কালকে প্রতিনিধিত্ব করে যা ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর পশুর শাসনের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা, ১৭৮৯ সালের সংবিধান এবং ১৭৯৮ সালের এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস—এগুলো রবিবারের আইনে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে পৃথিবীর পশুর সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া ইতিহাসে তিনটি মাইলফলককে উপস্থাপন করে। ওই তিনটি মাইলফলকের পূরণ ডেমোক্র্যাটিক এবং রিপাবলিকান উভয় দলের ইতিহাসে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

২০০১ সালের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাধীনতা হরণের সূচনাবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এবং এটি আমেরিকার ইতিহাসের প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে প্রণীত ঘোষণার দ্বারা প্রতীকায়িত ছিল। প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের এই মাইলফলকটি রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট—উভয় দলের ক্ষেত্রেই তিনটি মাইলফলকের প্রথমটি।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমাপ্তি ঘটে ২০২৪ সালের নির্বাচনে, যা Alien and Sedition Acts দ্বারা পূর্বাভাসিত ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশগুলোর সূচনা ঘটায়। এরপর ট্রাম্প যে নির্বাহী আদেশে জারি করেন, সেগুলো রবিবারের আইন নয়, কিন্তু সেগুলো ড্রাগনের মতো কথা বলার একটি রূপ, কারণ শেষে দিনগুলোতে "সক্রিয় স্বৈরতন্ত্র" ঘটবে—সিস্টার হোয়াইটের এই চিহ্নিতকরণ পূরণ করতে ট্রাম্প সেগুলো ব্যবহার করবেন। স্বৈরতন্ত্র এমন একটি শব্দ যা একনায়কতন্ত্রকে নির্দেশ করে, যা বাস্তবায়িত হয় সেই নির্বাহী আদেশগুলোর মাধ্যমে, যার দৃষ্টান্ত Alien and Sedition Acts-এ রয়েছে। ট্রাম্প যখন তার নির্বাহী আদেশগুলো কার্যকর করবেন, তখন বাইডেনের ব্যর্থ প্রেসিডেন্সিকে চিহ্নিত করা Pelosi Trials-এর উলটফেরে ঘটবে।

ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টির অবসানকে চিহ্নিত যে সময়কাল, তা আলফা ও ওমেগার চিহ্ন বহন করে, কারণ প্রতিটি সময়কালের শুরুই তার সমাপ্তিকে নির্দেশ করে। এই কারণে, ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রথম মাইলফলক হলো ২০০১ সালের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট, আর দ্বিতীয় মাইলফলক হলো ২০২১ সালে শুরু হওয়া পেলোসি ট্রায়ালসমূহ। সেই ট্রায়ালসমূহ ১৭৮৯ সালের সংবিধানকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যানের প্রতিনিধিত্ব করে। পেলোসি ট্রায়ালসমূহ ডেমোক্রেটিক পার্টির ধারার মধ্যবর্তী মাইলফলককে প্রতিনিধিত্ব করে, যার নিদর্শন দেখা গিয়েছিল ১৭৭৬-এর তেরো বছর পর, যখন তেরোটি উপনিবেশ সংবিধানটি অনুমোদন করেছিল। পেলোসি ট্রায়ালসমূহ সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক, এবং এর প্রতিরূপ ১৭৮৯ সালে দেখা গিয়েছিল। ডেমোক্রেটিক পার্টির ধারার তৃতীয় মাইলফলকটি হলো যেখানে তারা একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে শেষ হয়ে যায়।

সেগুলোর সমাপ্তি ২০২৪ সালের নির্বাচনে ঘটে, এবং ২০২৫ সালের শপথগ্রহণ সম্পন্ন হলে কার্যনির্বাহী আদেশসমূহের মাধ্যমে পেলোসি ট্রায়ালসের দ্বিতীয় সেট শুরু করা হবে, যার দৃষ্টান্ত ছিল এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস। অতএব, ডেমোক্র্যাটিক পার্টির তৃতীয় মাইলফলক হলো ১৭৯৮ সালের এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমাপ্তিকে প্রতিনিধিত্বকারী সময়কালটি শুরু হয় একটি নির্বাচন, একটি শপথগ্রহণ এবং শয়তানি রাজনৈতিক আইনি যুদ্ধের প্রবর্তনের মাধ্যমে, এবং তা শেষ হয় একটি নির্বাচন, একটি শপথগ্রহণ এবং শয়তানি রাজনৈতিক আইনি যুদ্ধের প্রবর্তনের মাধ্যমে।

রিপাবলিকান পার্টির জন্য প্রথম মাইলফলক হলো ২০০১ সালের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট, যা ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রতীকায়িত। দ্বিতীয় মাইলফলকটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দ্বিতীয় মাইলফলকের মতো নয়। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য ১৭৮৯ সালের সংবিধান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা দ্বিতীয় মাইলফলকটি ছিল পেলোসি বিচারসমূহের প্রথমটি, কিন্তু রিপাবলিকান পার্টির জন্য ১৭৮৯ সালের সংবিধান দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা দ্বিতীয় মাইলফলকটি হলো এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্ট, যা ২০২৫ সালে ট্রাম্পের দ্বিতীয় অভিষেক সম্পন্ন হলে পূর্ণতা পাবে। ১৭৯৮ সালের এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস কীভাবে ১৭৮৯ সালের সংবিধানকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে?

ট্রাম্পের দ্বিতীয় শপথগ্রহণে তাঁর নির্বাহী আদেশসমূহ—যার ধরণ ১৭৯৮ সালের ‘এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস’-এর অনুরূপ—শুধু ‘পেলোসি ট্রায়ালস’-এর দ্বিতীয় দফা শুরুই করে না, বরং সেই আদেশসমূহই ‘পশুর মূর্তি’ গঠনের প্রক্রিয়ারও সূচনা করে। ‘পশুর মূর্তি’ গঠনের সময়কালটি ড্রাগনের মতো কথা বলার মাধ্যমে শুরু হয় এবং শেষেও হয়। সময়কালটির প্রারম্ভে উক্ত কথা বলা এমন রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাকে নির্দেশ করে, যা একনায়কতন্ত্র হিসেবে উপস্থাপিত—অথবা সিস্টার হোয়াইট যাকে ‘স্বৈরতন্ত্র’ বলে উল্লেখ করেন। ‘পশুর মূর্তি’ গঠনের সময়কালের শেষে ড্রাগনের মতো কথা বলা রাজনৈতিক শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকা ধর্মীয় শক্তির কর্তৃত্বকে চিহ্নিত করে।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ছিল ইউরোপের রাজাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং রোমান গির্জার ধর্মীয় কর্তৃত্ব—উভয়ের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে একটি ঘোষণা। পশুর প্রতিমূর্তির গঠনের সময়কালেই এই দুই দূষিত শক্তি একত্রে মিলিত হয়, এবং সেই সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ থাকে ধর্মীয় কর্তৃত্বের হাতে। এই গঠন, বা এই দুই শক্তির একীভবনে, শেষ পর্যন্ত উঠে আসে ধর্মীয় কর্তৃত্বই, এবং সেটিই উচ্চতর অবস্থানে থাকে। অতএব, সেই সময়ের সূচনাই তার সমাপ্তির প্রতিনিধিত্ব করে। ১৭৯৮ সালের Alien and Sedition Acts ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমাপ্তিকে নির্দেশ করে, এবং সেটাই তাদের তৃতীয় মাইলফলক; কিন্তু একই সঙ্গে

রিপাবলিকান পার্টির সমাপ্তিকালের দ্বিতীয় মাইলফলককেও নির্দেশ করে। রিপাবলিকান পার্টির তৃতীয় মাইলফলক হলো রবিবার পালনের বাধ্যতামূলক প্রয়োগ।

ডেমোক্রেটিক পার্টির জন্য ১৭৭৬, ১৭৮৯ ও ১৭৯৮ দ্বারা চিহ্নিত তিনটি মাইলফলক যথাক্রমে ২০০১ (১৭৭৬), ২০২১ সালের প্রথম পেলোসি ট্রায়ালস (১৭৮৯) এবং ২০২৫ সালের দ্বিতীয় পেলোসি ট্রায়ালস (১৭৯৮)-কে প্রতীকায়িত করে।

রিপাবলিকান দলের জন্য ১৭৭৬, ১৭৮৯ ও ১৭৯৮ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা তিনটি মাইলফলক যথাক্রমে ২০০১ (১৭৭৬), ২০২৫ সালের দ্বিতীয় Pelosi Trials (১৭৮৯) এবং রবিবারের আইন (১৭৯৮)-কে প্রতীকায়িত করে।

১৭৭৬, ১৭৮৯ এবং ১৭৯৮ বাইশ বছর নির্দেশ করে, এবং বাইশ হলো ঐশ্বরিকতা ও মানবতার সম্মিলনের প্রতীক। এই তিনটি মাইলফলক ‘সত্য’-এর সাক্ষ্য বহন করে, কারণ তারা নির্দেশ করে যে প্রথম ও শেষ মাইলফলক একই সত্যকে চিহ্নিত করে। ১৭৭৬ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাকে চিহ্নিত করে, এবং ১৭৯৮ স্বাধীনতার অপসারণকে চিহ্নিত করে। অতএব তারা হিব্রু বর্ণমালার প্রথম ও শেষ অক্ষরের প্রতিনিধিত্ব করে, যা বাইশটি অক্ষর নিয়ে গঠিত। ত্রয়োদশ অক্ষর বিদ্রোহের প্রতীক, এবং ঐ তিনটি অক্ষর—প্রথম, ত্রয়োদশ ও শেষ—মিলে হিব্রু শব্দ ‘সত্য’ গঠন করে।

১৭৭৬ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরের সময়ের সূচনা চিহ্নিত করে। এটি শেষ বৃষ্টির ছিটানোর সূচনাকেও চিহ্নিত করে, যা সেই সময়, যখন প্রদত্ত সেবার বিনিময়ে ড্রাগনকে জন্তুর হাতে তুলে দেওয়া হয়, যেহেতু ডেমোক্র্যাট ড্রাগন পার্টি রিপাবলিকান জন্তু পার্টির কাছে পরাজিত হবে।

সেই ইতিহাসে, যখন প্রভু দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করে ইস্রায়েলের বহিষ্কৃত হিসেবে পরিচিত সেই জনগণকে একত্র করবেন, এবং যারা রবিবারের আইনের সময় এক নিশানরূপে উচ্চে তোলা হবে, তখন সত্যিকারের প্রোটেস্ট্যান্ট শিংয়ের মোহরকরণ সম্পন্ন হয়।

২০২০ সালের ১৮ জুলাই প্রকৃত প্রোটেস্ট্যান্ট শিং বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং ২০০১ সালের বাইশ বছর পর, ২০২৩ সালের জুলাইয়ে অরণ্যে চিৎকাররত এক কণ্ঠস্বরের দ্বারা দ্বিতীয় সমাবেশের কাজ সূচিত হয়েছিল। প্রথম সমাবেশ ২০০১ সালে সংঘটিত হয়েছিল, যখন নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল ভবনগুলো ধসে পড়ার সময় প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের আঠারো অধ্যায়ের স্বর্গদূত অবতরণ করেছিলেন। ওই স্বর্গদূতের অবতরণ সিলমোহরের সময়ের সূচনার প্রতিনিধিত্ব করেছিল, আর ২০২০ সালের ১৮ জুলাই মহাদূত মিখায়েলের অবতরণ সিলমোহরের সময়ের সমাপ্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিল। যীশু, আলফা ও ওমেগা হিসেবে, সর্বদা শুরু দিয়ে শেষকে চিত্রিত করেন; তাই ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া প্রথম সমাবেশের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপাদানগুলোই দ্বিতীয় সমাবেশে সংঘটিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপাদানগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে।

দ্বিতীয় সমাবেশের তিনটি সুস্পষ্ট চিত্রায়ণ আছে, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহর দেওয়ার সময়ের সমাপ্ত পর্যায়ের ইতিহাসকে উপস্থাপন করে—সেগুলি হলো খ্রিস্টের ইতিহাস, ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ পর্যন্ত প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তার ইতিহাস, এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ পর্যন্ত তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস। এই তিনটি সাক্ষ্য এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের দ্বিতীয় সমাবেশের সময়কালকে জুলাই ২০২৩ থেকে শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত

নির্ধারণ করে। প্রতিটি ইতিহাস থেকে একটি করে স্বতন্ত্র উপাদান আলাদা করলে, আমরা তৃতীয় হায়ের ভূমিকার প্রমাণ পাই।

১৮৪৪ সালের ১৭ আগস্ট এক্সেটারের ক্যাম্প মিটিংয়ের সমাপ্তিতে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই ঘোষণা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসে মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তার ঘোষণার প্রতিনিধিত্ব করেছিল, কারণ উভয় ইতিহাসই দশ কুমারীর দৃষ্টান্তের পরিপূর্তি ছিল এবং রয়েছে। সিস্টার হোয়াইট উল্লেখ করেন যে খ্রিষ্টের জেরুজালেমে বিজয়োল্লাসপূর্ণ প্রবেশ ১৮৪৪ সালের মধ্যরাত্রির আহ্বানের ঘোষণাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। খ্রিষ্ট মাত্র একবারই কোনো জন্তুর পিঠে আরোহণ করেছিলেন—জেরুজালেমে প্রবেশের সময়—এবং তিনি যে জন্তুর ওপর চড়েছিলেন তা ছিল গাধা, যা ইসলামের প্রতীক। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত দ্বিতীয় সমাগমের সময়ে, ১৮৪৮ সালে সিস্টার হোয়াইট উল্লেখ করেন যে ইউরোপীয় জাতিগুলোকে ক্রুদ্ধ করা হচ্ছিল, এবং ঐ ইতিহাসে জাতিগুলোকে ক্রুদ্ধ করার কাজটি সংঘটিত হয়েছিল ইসলামের দ্বারা ইউরোপের ওপর অবিরত যুদ্ধের হুমকি আরোপের মাধ্যমে। দ্বিতীয় সমাগমের তিনটি ইতিহাসের প্রত্যেকটিতে তৃতীয় হায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ইসলামের ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরদানের সময় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল, যখন তৃতীয় হায়-এর ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক গৌরবময় ভূমির ওপর এক আকস্মিক আক্রমণ চালায়। বাইশ বছর পরে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর, তৃতীয় হায়-এর ইসলাম প্রাচীন গৌরবময় ভূমির ওপর একটি আকস্মিক আক্রমণ চালায়। শীঘ্র আগত রবিবারের আইন কার্যকর হলে, যা প্রকাশিত বাক্য এগারোর মহা ভূমিকম্প, তৃতীয় হায় হঠাৎ আবার উপস্থিত হবে, কারণ এটি আবারও আধুনিক গৌরবময় ভূমির ওপর একটি আকস্মিক আক্রমণ চালাবে।

আক্ষরিক ইস্রায়েলের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা বিদ্রোহ—যারা তাঁদের মশীহকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, তাদের প্রতীক হিসেবে—এবং তৃতীয় ‘হায়’-এর ইসলামের তিনটি আকস্মিক আক্রমণ ‘সত্য’-এর স্বাক্ষর বহন করে। যে বার্তা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীলমোহর করে এবং ঈশ্বরের অন্তিম-দিনের জনগণকে দ্বিতীয়বার সমবেত করার কাজ সম্পন্ন করে, তা এমন এক সময়কালে ঘটে যখন তৃতীয় ‘হায়’-এর ইসলামের কার্যকলাপ সক্রিয় থাকে।

“দ্বিতীয় সমাবেশ” হিসেবে উপস্থাপিত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পর্বটি, “দ্বিতীয় সমাবেশ”-এর সমগ্র ইতিহাস গঠনকারী নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালগুলিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে। তাঁর পুনরুত্থানের পর খ্রিস্টের অবতরণ ক্রুশবিদ্ধতার সময় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া লোকদের সমবেত করার তাঁর কাজের সূচনা নির্দেশ করে।

> তখন যীশু তাঁদের বললেন, আজ রাতে আমার কারণে তোমরা সবাই বিচলিত হয়ে পড়বে; কারণ লেখা আছে, ‘আমি রাখালকে আঘাত করব, আর পালের ভেড়াগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।’ মথি ২৬:৩১।

সমাধিতে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, খ্রিস্ট শিষ্যদের কাছে অবতীর্ণ হয়ে ব্যক্তিগত শিক্ষার চল্লিশ দিনের এক পর্বের সূচনা করলেন; যার পর দশ দিন ধরে ঐক্য ও প্রার্থনার পর্ব চলল, পেন্টেকোস্টে পবিত্র আত্মার অপরিমিত বর্ষণ ঘটার পূর্বে।

> আমি আগের বিবরণ লিখেছি, হে থিওফিলাস, যীশু যা করতে ও শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন তার সব বিষয়ে, যে দিন তিনি উপরে তুলে নেওয়া হলেন, তার পূর্ব পর্যন্ত—তিনি যাদের বেছে নিয়েছিলেন সেই প্রেরিতদের পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আদেশ দেওয়ার পর; তাদের

> কাছইে তনিি তাঁর কষ্টভোগরে পর বহু অকাট্য প্রমাণ দ্বারা নজিকেে জীবতি হসিবেে দখোলনে, চল্লশি দনি তাদরে কাছে প্রকাশতি হয়ে ঈশ্বররে রাজ্যরে বষিয়সমূহ নয়িে কথা বললনে; আর তাদরে সঙ্গে একত্র হয়ে তনিি আদশে দলিনে য,ে তোমরা যরিূশালমে থকেে বরে হয়োে না, বরং পতিার প্রতজ্ঞিার জন্য অপক্ষো করো—যা সম্পর্ক,ে তনিি বললনে, তোমরা আমার কাছ থকেে শুনছে। কারণ যোহন জল দয়িে বাপ্তস্মি দয়িছেলিনে; কন্তিু অল্পদনিরে মধ্যইে তোমরা পবত্রি আত্মায় বাপ্তস্মি পাব।ে তাই তারা যখন একত্র হলো, তারা তাঁকে জজ্ঞিসে করল, প্রভু, আপনি কি এই সময় ইস্রায়লেরে জন্য রাজ্য আবার পুনঃস্থাপন করবনে? তনিি তাদরে বললনে, সইে সময় বা সময়কাল তোমাদরে জানার বষিয় নয়, যগেুলো পতিা তাঁর নজিরে কর্তৃত্বে স্থরি করছেনে। কন্তিু পবত্রি আত্মা যখন তোমাদরে উপর আসবনে, তখন তোমরা ক্ষমতা পাব;ে এবং তোমরা আমার সাক্ষী হব—েযরিূশালমে,ে সমগ্র যহিূদয়িায়, শমরয়িায়, এবং পৃথবিীর একবোরে শষে সীমা পর্যন্ত। এবং তনিি এসব কথা বলার পর, তারা যখন দখেছলি, তনিি উপরে তুলে নওেয়া হলনে; এবং একটি মঘে তাদরে দৃষ্টরি বাইরে তাঁকে গ্রহণ করল. .. আর যখন পন্টেকেস্টরে দনি পূর্ণ হল, তারা সবাই এক মনে এক জায়গায় ছলি। আর হঠাৎ আকাশ থকেে প্রবল বগেে বয়ে যাওয়া বাতাসরে মতো এক শব্দ এল, এবং তা যখোনে তারা বসছেলি সইে সমগ্র ঘরটি পূর্ণ করে দলি। প্ররেতিদরে কার্য ১:১-৯, ২:১, ২।

চল্লশি দনি, এবং তার পরে পতিার প্রতশ্রিুতরি জন্য শষ্যিদরে ‘অপক্ষো’ করার দশ দনি, এই পুরো সময় ধরে খ্রষ্টি তাঁর শষ্যিদরে দ্বতিীয়বার একত্র করছলিনে। যরিূশালমে অপক্ষোর সময়কালটি প্রতীক্ষার সময়রে এক প্রতীক, যা মথি ২৫ ও হবক্কূক ২-এর প্রতীক্ষার সময়গুলোর সঙ্গে সঙ্গতপূির্ণ। সমগ্র সময়কালকে খ্রষ্টি এলয়িাহর কাজ থকেে শুরু বলে চহ্নিতি করছেনে, যখন যোহন বাপ্তস্মি দচ্ছিলিনে, এবং সমগ্র সময়কাল পন্টেকেস্টে পবত্রি আত্মার বাপ্তস্মিরে মাধ্যমে শষে হয়ছে। বাপ্তস্মি মৃত্যু, সমাধি ও পুনরুত্থানরে প্রতীক; সুতরাং সমগ্র সময়কালরে মধ্যবর্তী চহ্নি ছলি ক্রুশ, কারণ সমগ্র সময়কাল ‘সত্য’-এর স্বাক্ষর বহন কর।ে

সমস্ত সময়কাল শুরু হয় বাপ্তস্মিদাতা যোহনরে দ্বারা খ্রস্টিরে বাপ্তস্মি দয়ি,ে যখন পবত্রি আত্মা পায়রার রূপে নমেে এসছেলিনে। তারপর শুরু হলো সইে শষ্যিদরে সমবতে করার কাজ, যাঁরা খ্রস্টিীয় মন্দরিরে ভত্তিি হবনে। সে সময়কালরে শষেে খ্রস্টি তাঁর শষ্যিদরে দ্বতিীয়বার সমবতে করনে, এবং দ্বতিীয় সমাবশেরে সময়কালটি প্রথম সমাবশেরে সময়কালরে পুনরাবৃত্তি, কারণ খ্রস্টি কোনো বষিয়রে সমাপ্তকিে তার সূচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করনে।

ক্রুশরে পূর্বরূপ ছলি খ্রস্টিরে বাপ্তস্মি, এবং এই দুটি ঘটনাই শষ্যিদরে একত্রতি করার কাজরে সূচনা করছেলি। যে পথচহ্নি শুরু ও সমাপ্তকিে চহ্নিতি কর,ে তা মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থানকে প্রতনিধিত্বি কর।ে পুনরুত্থানরে পর,ে অরণ্যে চল্লশি দনিরে পরীক্ষার সময়কাল প্রতীকীভাবে তাঁর শষ্যিদরে কাছে তনিি অবতীর্ণ হওয়ার পর চল্লশি দনিরে শক্ষিাদানরে সময়কে নর্দিশে কর।ে উভয় ক্ষত্রেইে চল্লশি দনি এক প্রধান সত্যকে নর্দিশে কর,ে যা যশিু এভাবে ব্যক্ত করছেনে, ‘লখিতি আছ,ে মানুষ কবেল রুটতিে বাঁচবে না, বরং ঈশ্বররে মুখ থকেে যে প্রত্যকে বাক্য বরে হয়, তাতইে বাঁচব।ে’

সইে সময়কালে যীশু শষ্যিদরে কাছে নবীরা খ্রস্টি সম্পর্কে যা যা সাক্ষ্য দয়িছেলিনে সবই খুলে ধরলনে, ফলে সইে সময়টকিে তাঁর ভাববাণীমূলক বাক্যরে এক উন্মোচন হসিবেে চহ্নিতি করলনে।

> আর দেখো, সেই একই দিনে তাদের মধ্যে দুইজন এম্মাউস নামে একটি গ্রামে গেলে, যা যেরূশালেম থেকে প্রায় ষাট ফারলং দূরে ছিল। আর যা যা ঘটেছিল, সে সব বিষয় নিয়ে তারা পরস্পর কথা বলছিল। আর এমন হল, তারা যখন পরস্পর আলাপ করছিল এবং তর্ক করছিল, তখন যীশু নিজেই কাছে এসে তাদের সঙ্গে চলতে লাগলেন। কিন্তু তাদের চোখে যেন আচ্ছাদন ছিল, যাতে তারা তাঁকে চিনতে পারল না। ... তারপর তিনি তাদের বললেন, হে মূর্খগণ, এবং বিশ্বাস করতে হৃদয়ে ধীর, নবীরা যা কিছু বলেছেন—খ্রীষ্টের কি এসব ভোগ করা এবং তাঁর মহিমায় প্রবেশ করা উচিত ছিল না? আর মোশি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত নবীদের মধ্য দিয়ে, সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু আছে তিনি তাদের ব্যাখ্যা করলেন। আর তারা যে গ্রামে যাচ্ছিল, তার নিকটে এসে পৌঁছাল; এবং তিনি ভান করলেন যেন আরও দূরে যেতে চান। কিন্তু তারা তাঁকে অনুরোধ করে বলল, আমাদের সঙ্গে থাকুন; কারণ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, এবং দিন অনেকটাই কেটে গেছে। আর তিনি তাদের সঙ্গে থাকতে ভেতরে গেলেন। আর এমন হল, তিনি যখন তাদের সঙ্গে আহারের জন্য বসেছিলেন, তিনি রুটি নিলেন, আশীর্বাদ করলেন, ভাঙলেন, এবং তাদের দিলেন। তখন তাদের চোখ খুলে গেলে, এবং তারা তাঁকে চিনল; আর তিনি তাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। লূক ২৪:১৩-১৬, ২৬-৩১।

যে শিষ্যরা তাঁকে চিনতে পারেনি, তাদের সঙ্গে খ্রিস্ট অবস্থান করলেন, যতক্ষণ না তিনি তাদের চোখ খুলে দিলেন, এবং মোশি ও সমস্ত ভবিষ্যদ্বক্তাদের থেকে শুরু করে, সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর সম্বন্ধে যা আছে, সেগুলো তিনি তাদের ব্যাখ্যা করলেন। তাদের চোখ খুলে গেলে, যখন তাদের খেতে 'রুটি' দেওয়া হলো। চল্লিশ দিনের পর খ্রিস্ট স্বর্গে আরোহণ করলেন এবং 'তাদের দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন', যেমন তিনি চল্লিশ দিনের শিক্ষার শুরুতে এমাউসের শিষ্যদের সঙ্গে করেছিলেন। তখন তারা পেন্টেকস্টের জন্য দশ দিনের প্রস্তুতি শুরু করল, যা অদূর ভবিষ্যতে আসতে চলা রবিবারের আইনের প্রতীকস্বরূপ।

মহা ভূমিকম্পে, যা রবিবারের আইন, ইসলামের তৃতীয় হায় শিগগির আসে, এবং ইসলাম ইশাইয়ার 'রুক্ষ' 'পূর্বের বাতাস', অর্থাৎ ইজেকিয়েলের সেই শ্বাস, যা যোহনের চার বাতাস থেকে আসে—যে বাতাসগুলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলকরণের সময় রুদ্ধ রাখা হয়।

যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার সিলমোহরপ্রাপ্ত হয় তখন চার বাতাস ছাড়া হয়, এবং "হঠাৎ স্বর্গ থেকে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতাসের মতো এক শব্দ এলো, এবং তা সমস্ত ঘরটি পূর্ণ করল।" তৃতীয় "হায়"-এর ইসলাম "হঠাৎ" এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত হানে, এবং "স্বর্গ থেকে শব্দ" সৃষ্টি করে, যা হলো সপ্তম তুরী, যা নির্দেশ করে কখন ঈশ্বরের রহস্য সমাপ্ত হয়; আর এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের জন্য ঈশ্বরের রহস্য তখনই সমাপ্ত হয়, যখন ঐশ্বরিকতা (পবিত্র আত্মার বর্ষণ) স্থায়ীভাবে মানবতার সঙ্গে একীভূত হয়, এবং প্রভু হঠাৎ তাঁর মন্দিরে আসেন (যে ঘরে শিষ্যরা সমবেত ছিলেন) এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> প্রভু চান আমরা পর্বতে উঠে আসি—তাঁর উপস্থিতিতে আরও প্রত্যক্ষভাবে আসতে। আমরা এমন এক সংকটের দিকে এগোচ্ছি, যা জগত সৃষ্টির পর থেকে যে কোনো পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় আরও বেশি মাত্রায়, খ্রিস্টের নাম স্বীকার করছে এমন প্রত্যেকের সম্পূর্ণ সমর্পণ দাবি করবে।
>
> আমাদের মধ্যে সত্য ধার্মিকতার পুনর্জাগরণ আমাদের সব প্রয়োজনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে জরুরি। আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে পবিত্র অভিষেক, তাঁর

আত্মার বাপ্তিস্ম, পেতেই হবে; কারণ পবিত্র সত্যের প্রচারে একমাত্র কার্যকর মাধ্যম এটিই। ঈশ্বরের আত্মাই আত্মার নিষ্ক্রিয় ক্ষমতাগুলোকে সজীব করে তোলে, যাতে আমরা স্বর্গীয় বিষয়াবলি উপলব্ধি করতে পারি, এবং হৃদয়ের অনুরাগকে ঈশ্বর ও সত্যের দিকে আকর্ষিত করে।

ঈশ্বরের কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করা আমাদের সৌভাগ্য। যখন যীশু স্বর্গে আরোহনের জন্য তাঁর শিষ্যদের ছেড়ে যেতে যাচ্ছিলেন, তিনি তাদের সকল জাতি, ভাষা ও জনগোষ্ঠীর কাছে সুসমাচারের বার্তা বহন করার দায়িত্ব দিলেন। তিনি তাদের বললেন, উপর থেকে শক্তিতে সজ্জিত না হওয়া পর্যন্ত যেন তারা যিরূশালেমে অপেক্ষা করে। তাদের সাফল্যের জন্য এটি ছিল অপরিহার্য। ঈশ্বরের দাসদের ওপর পবিত্র অভিষেক আসা আবশ্যক ছিল। যারা খ্রিস্টের শিষ্য হিসেবে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত ছিলেন এবং প্রেরিতদের সঙ্গে সুসমাচার প্রচারকরূপে যুক্ত ছিলেন, তারা সকলে যিরূশালেমে একত্রিত হলেন। তারা সব বিভেদ দূর করলেন। পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা লাভের জন্য তারা এক চিত্তে প্রার্থনা ও নিবেদন করতে থাকলেন; কারণ তাদেরকে আত্মার কার্যপ্রকাশ এবং ঈশ্বরের শক্তিতে সুসমাচার প্রচার করতে হতো। এটি ছিল খ্রিস্টের অনুসারীদের জন্য মহা বিপদের সময়। তারা ছিল নেকড়েদের মাঝখানে ভেড়ার মতো, তবু তারা সাহসী ছিল, কারণ খ্রিস্ট মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছিলেন, তিনি তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন, এবং তাদের এমন এক বিশেষ আশীর্বাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যা তাদের বিশ্বজুড়ে তাঁর সুসমাচার প্রচার করতে উপযুক্ত করে তুলবে। তারা তাঁর প্রতিশ্রুতির পূর্ণতার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছিলেন এবং বিশেষ উৎসাহ ও আন্তরিকতা নিয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

স্বর্গের মেঘে প্রভুর আগমন ঘোষণা করার কাজে যারা অংশ নেন, তাদের ঠিক এই পথই অনুসরণ করা উচিত; কারণ ঈশ্বরের মহাদিনে দাঁড়াতে এক জনগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। যদিও খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা পবিত্র আত্মা গ্রহণ করবে, তবুও এতে প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা দূর হয়নি। তারা আরও আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করল; এক চিত্তে তারা প্রার্থনায় অবিরত থাকল। এখন যারা প্রভুর আগমনের জন্য এক জনগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করার গুরুগম্ভীর কাজে নিয়োজিত, তাদেরও প্রার্থনায় অব্যাহত থাকা উচিত। প্রারম্ভিক শিষ্যরা এক চিত্ত ছিলেন। প্রতিশ্রুত আশীর্বাদ কীভাবে আসবে সে বিষয়ে তাদের কোনো জল্পনা-কল্পনা ছিল না, কোনো কৌতূহলোদ্দীপক তত্ত্বও তারা উত্থাপন করেনি। তারা বিশ্বাস ও আত্মায় এক ছিল। তারা একমত ছিল।

সব সন্দেহ দূরে সরিয়ে দাও। তোমার ভয়কে দূরে সরিয়ে দাও, সেই অভিজ্ঞতা লাভ করো যা পৌলের হয়েছিল যখন তিনি উদ্ঘোষ করেছিলেন, ‘আমি খ্রিস্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি; তবু আমি জীবিত; তবে আর আমি নই, বরং খ্রিস্ট আমার মধ্যে বাস করেন; আর এখন যে জীবন আমি দেহে বাস করছি, তা আমি ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি বিশ্বাসে বাস করি, যিনি আমাকে ভালবেসেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছেন।’ [গালাতীয় ২:২০।] সবকিছু খ্রিস্টের কাছে সমর্পণ করো, এবং তোমার জীবন যেন খ্রিস্টসহ ঈশ্বরে লুকানো থাকে। তখন তুমি কল্যাণের জন্য এক শক্তি হবে। একজন হাজারকে পালাতে বাধ্য করবে, আর দুইজন দশ হাজারকে পলায়ন করাবে। সুসংবাদ কর্মীরা, ৩৬৯–৩৭১।